محمد إقبال بن فخرول

আহ্‌লুল কুরআন (হাদিস্ অস্বীকারকারী) সম্পর্কে দালিলিক পর্যালোচনা

হাদিস কি আল্লাহ্’র ওয়াহী? কুরআন কি বলে...

মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল

†jL‡Ki Ab¨vb¨ eB WvDb‡jvW Ki‡Z wfwRU Ki“b
www.downloadquransoftware.com

†h‡Kvb gZvgZ ev civgk Rvbv‡Z B-‡gBj Ki“b
allahurabbee@gmail.com

A_ev †jL‡Ki ‡Kvb eB †c‡Z †dvb Ki“b GB bv¤v‡i
01681-579898

আহ্লুল কুরআন (হাদিস অস্বীকারকারী) সম্পর্কে দালিলিক পর্যালোচনা

হাদিস কি আল্লাহ্'র ওয়াহী? কুরআন কি বলে...

লেখক-

মুহাম্মদ ইকবাল বিন ফাখরুল

মোবাইল ঃ ০১৬৮০৩৪১১১০

প্রকাশনায়-

বাক্কাহ্ ডিটিপি হাউজ

২৯/৪, কে.এম. দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

আব্দুল্লাহ্ আরিফ

প্রকাশকাল-

শা'বান, ১৪৩৪ হিঃ

জুন, ২০১৩ইং

২৫/- টাকা মাত্র

সূচিপত্র

ভূমিকা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সলাত এবং সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর।

কথা হচ্ছে এই যে, আজ হাদিস অস্বীকার করার বা হাদিসকে হালকাভাবে দেখার ফিতনাহ্ খুব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এই ফিতনাহ্'কে নির্মূল করতে হবে। যে কারণে আমি কুরআনের আলোকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী। যেহেতু হাদিস অস্বীকারকারীগণ এবং হাদিসকে হালকাভাবে যারা দেখেন তারা সকলেই কুরআনকে আল্লাহ্'র ওয়াহী মনে করেন, সেই জন্য আমি **শুধুমাত্র কুরআনের আলোকেই হাদিসকে আল্লাহ্'র ওয়াহী প্রমাণ করেছি**। আশাকরি বইটি হাদিস নিয়ে সন্দেহ-সংশয় নিরসন করবে ইনশা-আল্লাহ্। তথাপিও মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই কোন ভাইয়ের কাছে যদি একটিও ভুল দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে অনুগ্রহ করে দালিলসহকারে আমাকে অবহিত করবেন। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বুঝ অনুযায়ী চলার তাওফিক্ব দান করুন। - আমীন -

রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর দু'টি ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল

মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)।" -সূরা নিসা, ৪/১১৩

...وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ...

"তোমাদের কাছে অবতীর্ণ করা হয়েছে কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)।" -সূরা বাক্বারাহ্, ২/২৩১

এই আয়াত দু'টি থেকে বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর শুধুমাত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়নি, বরং আরো কিছু শারীয়াহ্'র হুকুমও অবতীর্ণ হয়েছিল। যা'কে আমরা হাদিস বলে জানি। মহান আল্লাহ্ বলেন,

إِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ أَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ أَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ آلٰفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ.

"তুমি যখন মু'মিনদের বলেছিলে, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের রব আকাশ থেকে তিন হাজার মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) পাঠাবেন ?" -সূরা আলি-ইমরান, ৩/১২৪

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ ﷺ জানতেন যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য তিন হাজার মালাইকাহ্ (ফেরেশতা) পাঠাবেন। **এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে যদি শুধু কুরআনই ওয়াহী করা হতো তাহলে তিনি ﷺ এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে কিভাবে জানলেন যে, আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য তিন হাজার মালাইকাহ্ পাঠাবেন ! এই আয়াতটি দিয়ে কি প্রমাণ হয় না যে, আল্লাহ্ কুরআন ছাড়াও আরো কিছু ওয়াহী করেছেন ?** অবশ্যই প্রমাণ হয়েছে। যদি কুরআন ছাড়া আরো কিছু ওয়াহী না হত তাহলে মুহাম্মাদ ﷺ কখনই কুরআনের আয়াতটি আসার পূর্বে তিন হাজার মালাইকাহ্ আগমনের বার্তা জানতেন না। একারণেই মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

...وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)।" -সূরা নিসা, ৪/১১৩

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ ...

"তোমরা যে কিছু-কিছু খেঁজুর গাছ কেটে দিয়েছ এবং যেগুলো গোঁড়াসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা'তো আল্লাহ্'র আদেশেই...। -সূরা হাশ্‌র, ৫৯/৫

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, তোমরা খেঁজুর গাছ কেটে দিয়েছ এবং কিছু গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ তা'তো আল্লাহ্'র নির্দেশেই। **এখন আমাদের জানা প্রয়োজন যে, কিছু খেঁজুর গাছ কাটার এবং কিছু খেঁজুর গাছ না কাটার যে হুকুমটি, সেটি কোন আয়াতে বা কোথায় রয়েছে ? কারণ, এই আয়াতটি বলছে যে, এই আয়াত আসার আগেই খেঁজুর গাছ কাটার নির্দেশ ছিল। পুরো কুরআন খুঁজে এমন কোনো আয়াত পাওয়া যাবে না যেখানে আল্লাহ্ কিছু খেঁজুর গাছ কাটতে এবং কিছু খেঁজুর গাছ রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাহলে এই নির্দেশটি কোথায় ছিল ? নিশ্চয় কুরআনের বাহিরে যে ওয়াহী হয়েছে সেখানেই রয়েছে।** এজন্যই মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

...وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)।" -সূরা নিসা, ৪/১১৩

শিক্ষা ঃ

১। রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর দুটি ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল।
২। রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর যে দু'টি ওয়াহী অবতীর্ণ হয়েছিল তাকে কুরআনের ভাষায় কিতাব ও হিকমাহ্ বলা হয়।
৩। হিকমাহকে মূলত আমরা হাদিস বা সুন্নাহ্ নামে অভিহিত করে থাকি।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরআনের বাহিরেও হুকুম দিতেন

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.

"আল্লাহ্ এবং **তাঁর রসূল যদি কোন বিষয়ে আদেশ দেন** তাহলে মু'মিন নারী-পুরুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের আদেশ বাদ দিয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার। যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" -সূরা আহ্‌যাব, ৩৩/৩৬

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আদেশ শুধু আল্লাহ্'র কাছ থেকেই আসে না, বরং রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছ থেকেও আসে। **আর রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর আদেশগুলো কুরআনে পাওয়া যাবে না, তাঁর ﷺ হাদিসে পাওয়া যাবে।** মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَايُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ...

“তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যারা আল্লাহ্’র প্রতি ঈমান আনে না এবং আখিরাতের প্রতিও ঈমান আনে না এবং আল্লাহ্ ও **তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন** তা হারাম করে না...” -সূরা তাওবাহ্, ৯/২৯

এই আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, হারাম শুধু আল্লাহ্’ই করেন না বরং রসূল ﷺ ও করেন। কারণ, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর উপর শুধু কুরআন-ই অবতীর্ণ হয়নি বরং আরো কিছু শারীয়াহ্’র জ্ঞানও অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ সকল জ্ঞানকে আমরা হাদিস বলেই জানি।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু কুরআন-ই শিক্ষা দিতেন না বরং হাদিসও শিক্ষা দিতেন

মহান আল্লাহ্ বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ...

“অবশ্যই আল্লাহ্ মু’মিনদের প্রতি দয়া করে তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন (রসূল) পাঠিয়েছেন। তিনি তাদেরকে (আল্লাহ্’র) আয়াত পাঠ করে শোনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব (কুরআন) ও **হিকামাহ্** (হাদিস) শিক্ষা দেন।” -সূরা আলি-ইমরান, ৩/১৬৪

كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ...

“যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে একজন রসূল, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াতগুলো পাঠ করে শোনায়, তোমাদের পবিত্র করে এবং তোমাদেরকে কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস) শিক্ষা দেন...”-সূরা বাক্বারাহ্, ২/১৫১

এই দু’টি আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ শুধু কুরআন-ই শিক্ষা দিতেন না। বরং হাদিসও শিক্ষা দিতেন। কারণ, তাঁর কাছে কুরআন ও হাদিস উভয়ই অবতীর্ণ হয়েছিল।

কুরআন তার বাহিরে থেকেও শারীয়াহ্’র শিক্ষা অর্জন করতে বলে

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

“যাঁরা প্রথম শ্রেণির মুহাজির ও আনসার এবং যাঁরা তাদেরকে (মুহাজির ও আনসারদেরকে) খাঁটিভাবে অনুসরণ করবে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন

এবং তাঁরা আল্লাহ্’র প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁদেরকে এমন জান্নাত দিবেন যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত। সেখানে তাঁরা চিরকাল থাকবে। এটাই মহা-সাফল্য।” -সূরা তাওবাহ্, ৯/১০০

এই আয়াত থেকে বুঝা যায়, যাঁরা প্রথম শ্রেণির মুহাজির ও আনসারদেরকে মেনে চলবে অর্থাৎ যাঁরা প্রথম মাক্কাহ্ থেকে মাদীনায় হিজরত করেছিল এবং তাদেরকে প্রথম মাদীনা থেকে যারা সাহায্য করেছিল। তাদেরকে যাঁরা খাঁটিভাবে মেনে চলবে, তাঁদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁদের চিরস্থায়ী জান্নাত দিবেন। **এখন যদি প্রথম মুহাজির ও আনসারদের খাঁটিভাবে অনুসরণ করতে চাই তাহলে তাঁদের ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। আর তাদের ইতিহাস যেহেতু কুরআনে পাওয়া যাবে না, তাই আমাদেরকে কুরআনের বাহিরে থেকে সহীহ্ সনদে যেখানে তাঁদের ইতিহাস রয়েছে সেই অনুযায়ী তাদের পথ অনুসরণ করতে হবে।**

অতএব, এই আয়াত থেকে প্রমাণীত হয় যে, আল্লাহ্ শুধু কুরআন থেকেই শারীয়াহ্’র জ্ঞান নিতে বলেননি। বরং তাঁর বাহিরে থেকেও রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবীগণদের শিক্ষাও মানতে বলেছেন, যা একমাত্র হাদিসেই পাওয়া সম্ভব।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর মাঝেই উত্তম আদর্শ রয়েছে।” -সূরা আহ্যাব, ৩৩/২১

এই আয়াতটি বলছে যে, তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মাঝেই উত্তম আদর্শ রয়েছে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন তা থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। **কিন্তু রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর পুরো জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছেন তার ইতিহাস কুরআনে নেই। বরং তাঁর ﷺ পুরো জীবন কিভাবে চলেছেন তার ইতিহাস হাদিসে রয়েছে। তাই আমাদেরকে হাদিস থেকে তাঁর ﷺ ইতিহাস জেনে বাস্তবে আ’মাল করতে হবে। তবেই আমরা আল্লাহ্’র সন্তুষ্টি হাসিল করতে পারবো। অতএব, বুঝা গেল যে, এই আয়াতটি আমাদেরকে ইঙ্গিতে কুরআনের বাহিরে থেকেও শিক্ষা নিতে বলেছে।**

সাহাবীদের ঘরে শুধু কুরআন-ই পাঠ করা হতো না হাদিসও পাঠ করা হতো

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ...

“স্মরণ করো, তোমাদের ঘরে যা পঠিত হয় আল্লাহ্’র আয়াত এবং হিকমাহ্ ।” -সূরা আহ্যাব, ৩৩/৩৪

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, **রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবীগণ শুধু কুরআন-ই পাঠ**

করতেন না। বরং রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে কুরআন ছাড়াও হিকমাহ্ নামে যে ওয়াহী রয়েছে তাও পাঠ করতেন। অর্থাৎ বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর কাছে শুধু কুরআন-ই অবতীর্ণ হয় নি, হাদিসগুলিও অবতীর্ণ হয়েছে।

সংশয়মূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন (০১) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ্ (হাদিস)।"
-সূরা নিসা, ৪/১১৩

এই আয়াতে আল্লাহ্ হিকমাহ্ বলতে হাদিস বুঝান নি। বরং হিকমাহ্ বলতে কুরআনকেই বুঝিয়েছেন। যেমন- মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۔

"বিজ্ঞানময় (হিকমাহ্) কুরআনের ক্বসম।" -সূরা ইয়াছিন, ৩৬/২

উত্তর ঃ এ ব্যাখ্যাটি সত্যিই হাস্যকর। কারণ, সূরা নিসার, ৪/১১৩নং আয়াতে হিকমাহ্ কথাটি দ্বারা যদি কুরআনকেই বুঝানো হয় তাহলে তার অর্থ হবে-

...وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি কুরআন এবং কুরআন।" -সূরা নিসা, ৪/১১৩

এরকম হাস্যকর তরজমা করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। **আর এই আয়াতে আল্লাহ্ কিতাব এবং হিকমাহ্ বলে দু'টি ভিন্ন বিষয় বলেছেন, একই বিষয় নয়।** অতএব, সূরা নিসার, ৪/১১৩নং আয়াতে হিকমাহ্ শব্দটি দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়নি বরং হাদিসকেই বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন (০২) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং হিকমাহ্।..." -সূরা নিসা, ৪/১১৩

এই আয়াতে আল্লাহ্ কিতাব এবং হিকমাহ্ বলতে আলাদা কোনো বিষয়কে বুঝাননি বরং একই বিষয়কে বুঝিয়েছেন। যদি বলা হয় "এবং" শব্দটি বলে কখনো একই বিষয়কে উল্লেখ করা হয় না, তাহলে তার উত্তরে বলা হবে, আপনাদের কথাটি সম্পূর্ণ ভূল। কারণ, কুরআনের অনেক আয়াতে "এবং" শব্দটি বলে আল্লাহ্ একই বিষয়কে উল্লেখ করেছেন। যেমন- মহান আল্লাহ্ বলেন,

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ ...

"মালাইকাহ্ (ফেরেশতাগণ) ও রুহ্ (জিবরীল) আল্লাহ্'র দিকে উর্ধ্বগামী হয়...।"
-সূরা মা'আরিজ, ৭০/৪

এই আয়াতে আল্লাহ্ প্রথম অংশে বলেছেন মালাইকাহ্গণ ও পরের অংশে "এবং" শব্দটি বলে উল্লেখ করেছেন রুহ্ অর্থাৎ জিবরীল আল্লাহ্'র দিকে উর্ধ্বগামী হয়। "এবং" শব্দটি বলে জিবরীলকে আলাদা করার কারণে কি আপনারা বলবেন যে, জিবরীল মালাক (ফেরেশতা) নয় ? নিশ্চয় এই ধরণের গোঁড়ামী আপনাদের মাঝে নেই ? অতএব, এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো "এবং" শব্দটি বলে পরের অংশে একই বিষয়কে উল্লেখ করা যায়। ঠিক তেমনি সূরা নিসা, ৪/১১৩নং আয়াতে কিতাব এবং হিকমাহ্ আলাদা উল্লেখ করার কারণে দু'টি আলাদা বিষয় দাবী করা ভূল। কারণ, আল্লাহ্ "এবং" শব্দটি বলে একই বিষয়কে আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। তাহলে বুঝা গেল যে, কিতাব এবং হিকমাহ্ একই বিষয়, তাহচ্ছে কুরআন।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ আল্লাহ কখনই "এবং" শব্দটি বলে সম্পূর্ণ একই জিনিসকে বুঝান না। বরং "এবং" শব্দের পূর্বের অংশের অংশ বিশেষকে "এবং" শব্দের পরে উল্লেখ করেন গুরুত্বের কারণে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِىْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ.

"আমি তোমাকে দিয়েছি বার বার পঠিত সাত আয়াত এবং মহান গ্রন্থ কুরআনও দান করেছি।" -সূরা হিজর- ১৫/৮৭

এই আয়াতে আল্লাহ বার বার পাঠিত সাত আয়াত বলতে সূরা ফাতেহাকে বুঝিয়েছেন ও পরের অংশে "এবং" বলে কুরআনকে উল্লেখ করেছেন। এখনকি আপনারা বলবেন যে, সূরা ফাতেহা-ই কুরআন ? নিশ্চয়ই না। বরং সূরা ফাতেহা কুরআনের একটি অংশ। তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ "এবং" শব্দটি বলে "এবং" শব্দের পূর্বের অংশের অংশবিশেষ উল্লেখ করে থাকেন, পুরো অংশটাকে বুঝান না।

আপনার বোধগম্যতার জন্য আরও একটু বিস্তারিত বলছি। আপনি যে আয়াতটি উলেখ করেছেন ঐ আয়াতের প্রথম অংশে মালাইকাহ্ (ফেরেশতাগণ) ও পরের অংশে "এবং" শব্দের পরে রূহ্ অর্থাৎ জিবরীলকে বুঝানো হয়েছে। এখনকি আপনারা বলবেন যে, জিবরীল-ই সকল মালাইকাহ্ (ফেরেশতাগণ) ? নিশ্চয়ই না। বরং জিবরীল ফেরেশতাদের মাঝে একজন। গুরুত্বের কারণে আল্লাহ্ জিবরীলকে আলাদা উল্লেখ করেছেন। তাহলে আবারও বুঝা গেল যে, **"আল্লাহ "এবং" শব্দ বলে "এবং" শব্দের পূর্বের অংশের অংশবিশেষ উল্লেখ করে থাকেন পুরো**

অংশটাকেই বুঝান না। এখন ভাই আপনি বলুনতো সূরা নিসার ৪/১১৩নং আয়াতে আল্লাহ কিতাব এবং হিকমাহ্ বলে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন, এই দু'টি বিষয়কে একটি বিষয় বুঝাতে হলে আপনাকে এমন আয়াতের দলিল দিতে হবে যেখানে আল্লাহ "এবং" শব্দটির পরে সম্পূর্ণ একই বিষয়কে বুঝিয়েছেন, এমন কোন আয়াত আপনারা কখনই নিয়ে আসতে পারবেন না, ইনশা-আল্লাহ্। যদি বলেন যে, হিকমাহ্ কুরআনের একটি অংশ হাদিস নয়। তাহলে ভাই বলুনতো কুরআনের কোন অংশটি হিকমাহ্ ? এর উত্তর আপনারা কখনই দিতে পারবেন না- ইনশা-আল্লাহ্। কারণ পুরো কুরআনকেই আল্লাহ সূরা ইয়াসিনের ৩৬/২নং আয়াতে হিকমাহ্ বলেছেন। শুধুমাত্র কুরআনের কোন অংশকে হিকমাহ্ বলে উল্লেখ করেননি।

আমরা আপনাদের আগেই বলেছি যে, আল্লাহ "এবং" শব্দটি বলে "এবং" শব্দের পূর্বের অংশের অংশ বিশেষ উল্লেখ করে থাকেন, যা দ্বারা পুরো অংশটাকেই বুঝান না।

অতএব সূরা নিসার ৪/১১৩নং আয়াতটিতে আল্লাহ কিতাব এবং হিকমাহ্ শব্দ দু'টিকে আলাদা উল্লেখ করার কারণে এই দু'টি একই বিষয় নয়, বরং কিতাব বলতে কুরআন এবং হিকমাহ্ বলতে হাদিসকে বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন (০৩) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ...

"তিনি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন কিতাব এবং হিকমাহ্ যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দান করেন।..." -সূরা বাক্বারাহ্, ২/২৩১

এই আয়াতে আল্লাহ্ কিতাব এবং হিকমাহ্ বলতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আলাদা দু'টি বিষয় বুঝাননি, বরং একটি বিষয়কেই বুঝিয়েছেন। কারণ আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ্ বলেছেন "যা দ্বারা" তিনি তোমাদের উপদেশ দান করেন। এই "যা দ্বারা" শব্দটি হচ্ছে "بِهِ বিহী"। আর এই "بِهِ বিহী" শব্দটি একবচন অর্থাৎ একটি বিষয়। যদি কিতাব এবং হিকমাহ্ দু'টি বিষয় হতো তাহলে আল্লাহ্ " بِهِ বিহী" একবচনের পরিবর্তে "هُمَا হুমা" দ্বিবচন ব্যবহার করতেন। কিন্তু আল্লাহ্ "هُمَا হুমা" দ্বিবচন শব্দটি ব্যবহার না করে " هُ হু" একবচন শব্দটি ব্যবহার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন কিতাব এবং হিকমাহ্ একই বিষয় অর্থাৎ শুধুই কুরআন-আর কুরআন-ই অবতীর্ণ করেছেন।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি একেবারেই মনগড়া। যারা আরবী ব্যাকরণে অজ্ঞ তারাই মূলত এভাবে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে থাকে। কারণ, আরবীতে সংক্ষেপ করার জন্য দ্বিবচনকে কখনো একবচন দেখানো হয়। যেমন, মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ...

যারা স্বর্ণ এবং রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ্'র পথে ব্যয় করেনা..." -সূরা তাওবাহ্, ৯/৩৪

এই আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা স্বর্ণ এবং রূপা দু'টি বস্তুর কথা বলেছেন। কিন্তু আয়াতের পরবর্তী অংশে এই দু'টি বস্তুকে " هَا হা" একবচন ব্যবহার করে বলা হয়েছে তা আল্লাহ্'র পথে ব্যয় করেনা। এখন বুঝের বিষয় হচ্ছে দু'টি বস্তুকে বুঝানোর জন্য দ্বিবচন "هُمَا হুমা" ব্যবহার না করে " هَا হা" একবচন ব্যবহার হল কেন? মূলতঃ আরবী ব্যাকরণে দ্বিবচনকে কখনো একবচন দেখানো হয়।

অতএব, বুঝা গেল যে, কিতাব এবং হিকমাহ্ শব্দটিকে " هُ হু" একবচন শব্দটি দ্বারা উল্লেখ করার কারণে কখনই এই দু'টি বিষয় এক নয়। বরং সংক্ষেপ করার জন্য তা একবচন দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ কিতাব বলতে কুরআন এবং হিকমাহ্ বলতে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ্ অর্থাৎ হাদিসকেই বুঝায়।

প্রশ্ন (০৪) ঃ মহান আল্লাহ বলেন,

...وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি কিতাব এবং হিকমাহ।" -সূরা নিসা, ৪/১১৩

এই আয়াতে আল্লাহ্ হিকমাহ্ শব্দটি হাদিস অর্থে ব্যবহার করেননি। বরং কৌশল অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ...

"তুমি তোমার রবের দিকে ডাকো হিকমাহ্ (কৌশল) ও উত্তম কথার মাধ্যমে।" -সূরা নাহল, ১৬/১২৫

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। কারণ মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

وَاذْكُرْنَ مَايُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ...

"তোমরা স্মরণ কর তোমাদের ঘরে যা পাঠ করা হয় আল্লাহ্'র আয়াত এবং হিকমাহ্ থেকে।" –সূরা আহযাব, ৩৩/৩৪

এই আয়াতটি বলছে যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর স্ত্রীদের ঘরে হিকমাহ্ও পাঠ করা হতো। **এখন হিকমাহ্ অর্থ যদি কৌশল হিসেবে বুঝ নেয়া হয় তাহলে বলুনতো কৌশল কি পাঠ করার বিষয়। আপনারা কি কৌশল পাঠ করেন ? নিশ্চয়ই না। অতএব, সূরা নিসার ১১৩নং আয়াতটিতে হিকমাহ্ শব্দটি হাদিস অর্থেই ব্যবহার হয়েছে কৌশল অর্থে নয়।**

প্রশ্ন (৫) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ.

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, এবং আমি তা সংরক্ষণ করবো।" -সূরা হিজর, ১৫/৯

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ শুধু কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু হাদিস সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিয়েছেন এমন কথা বলেননি। যেহেতু আল্লাহ্ হাদিস সংরক্ষণের দায়িত্ব নেননি, তাই বুঝে নিতে হবে যে, হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী নয়। যদি হাদিস ওয়াহী হতো তাহলে আল্লাহ্ অবশ্যই তা সংরক্ষণ করতেন।

উত্তর ঃ এই বুঝটি সঠিক নয়। কারণ, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ শুধুমাত্র কুরআনের কথা বলেননি, আরবীতে কুরআন শব্দটি নেই। বরং আরবীতে রয়েছে যিক্‌র। আয়াতটি লক্ষ্য করুন- اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ.

"নিশ্চয়ই আমি যিক্‌র অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।" -সূরা হিজর, ১৫/৯

এখন দেখতে হবে, **যিক্‌র** দ্বারা আল্লাহ্ কি বুঝিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَلَقَدۡ يَسَّرۡنَا الۡقُرۡاٰنَ لِلذِّكۡرِ فَهَلۡ مِنۡ مُّدَّكِرٍ.

"অবশ্যই আমি **কুরআনকে যিকিরের জন্য** সহজ করেছি।" -সূরা ক্বামার, ৫৪/২২

এই আয়াতে আল্লাহ্ কুরআনকে যিকির বলে আখ্যায়িত করেছেন। ঠিক তেমনি অন্য আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

وَرَفَعۡنَا لَكَ ذِكۡرَكَ

"আর অবশ্যই **তোমার (মুহাম্মাদ ﷺ যিকিরকে (হাদিসকে)** উপরে তুলবো।" -সূরা আল ইনশিরাহ্, ৯৪/৪

অতএব, এই দু'টি আয়াত থেকে বুঝা যায়, কুরআনও যিকির এবং হাদিসও যিকির। তাই প্রশ্নকারীর উল্লেখিত আয়াতটির অনুবাদ হবে-

اِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا الذِّكۡرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوۡنَ.

"নিশ্চয়ই আমি যিক্‌র (কুরআন এবং হাদিস) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।" -সূরা হিজর, ১৫/৯

তাই বুঝা গেল, আল্লাহ্ কুরআন ও হাদিস উভয়েরই সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

এই কারণে, কোনো মিথ্যা কথা যদি রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নামে হাদিস বলে চালিয়ে দেয়া হয় তখন-ই তা আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যায় যে, হাদিসটি যঈফ বা জাল।

প্রশ্ন (০৬) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ تِبۡيَانًا لِّكُلِّ شَىۡءٍ...

"আমি তোমার উপর কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি যাতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।" -সূরা আন-নাহল ১৬/৮৯

এই আয়াতে আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, কুরআনে সবকিছুর সমাধান রয়েছে। তাই বুঝে নিতে হবে যে, হাদিসের প্রয়োজন নাই। কারণ, কুরআনে-ই সবকিছুর সমাধান রয়েছে।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি চরম বিভ্রান্তিকর। কারণ, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ এই দাবী করেননি যে, তিনি কুরআনের ভিতরে লিখে সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। যেমন- ফজর, যোহর, আস্‌র, মাগরিব, ঈশা উল্লেখিত পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের নিয়ম পদ্ধতি কুরআনে পাওয়া যাবে না। এটাও পাওয়া যাবে না যে, কত রাক'আত সলাত আদায় করতে হবে। তাহলে আমাদের জানতে হবে প্রশ্নকারীর উল্লেখিত সূরা আন-নাহল ১৬/৮৯নং বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ কুরআনের ভিতরে সকল বিষয়ের সমাধান বলতে আল্লাহ্ কি বুঝিয়েছেন ? এ বিষয়টি বুঝতে হলে নিম্নে বর্ণিত আয়াতটি লক্ষ্য করুন-

...وَاَنۡزَلَ اللّٰهُ عَلَيۡكَ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ...

"আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি কিতাব (কুরআন) ও হিকমাহ্ (হাদিস)।" -সূরা নিসা, ৪/১১৩

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন যে, আল্লাহ্ কুরআন হাদিস দু'টি বিষয় অবতীর্ণ করেছেন। তাই আমাদেরকে সকল সমস্যার সমাধান শুধু কুরআন থেকে খোঁজলেই হবে না। বরং হাদিসও দেখতে হবে। তাই প্রশ্নকারীর উল্লেখিত সূরা আন-নাহল ১৬/৮৯ নং আয়াতের বুঝ নিতে হবে এভাবে যে, কুরআন আমাদের শুধু কুরআন থেকেই শিক্ষা নিতে বলে নি। বরং হাদিস থেকেও শিক্ষা নিতে বলেছে। যদি কোনো বিষয়ের সমাধানের জন্য হাদিস দেখি তাহলে কুরআনেরই নির্দেশ অনুযায়ী দেখেছি। অর্থাৎ সকল বিষয়ের সমাধান কুরআন সরাসরি দেয়নি, বরং ইঙ্গিতে হাদিসের দিকেও যেতে বলেছে। যেমনিভাবে কত রাক'আত সলাত আদায় করতে হবে তা কুরআন সরাসরি সমাধান দেয়নি। বরং ইঙ্গিতে হাদিসের থেকে সমাধান নিতে বলেছে।

প্রশ্ন (০৭) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...

"ব্যাভিচারী নারী ও ব্যাভিচারী পুরুষ এদের উভয়কে একশত করে বেত্রাঘাত করো।" -সূরা নূর, ২৪/২

এই আয়াতে আল্লাহ্ "ব্যাভিচারী নারী ও ব্যাভিচারী পুরুষ" বলে আমভাবে (ব্যাপক অর্থে) আখ্যায়িত করেছেন। **বিবাহীত ও অবিবাহীত বলে কোনো পার্থক্য করেননি।** অথচ হাদিসে পার্থক্য করেছে। হাদিসটি লক্ষ্য করুন-

উবাদা ইবনুস সামিত ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

خُذُوْا عَنِّىْ خُذُوْا عَنِّىْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

"তোমরা আমার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো-তোমরা আমার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহিলাদের জন্য একটি পন্থা বের করেছেন। যদি কোনো অবিবাহিত পুরুষ কোনো অবিবাহিত নারীর সাথে ব্যাভিচার করে তবে একশত বেত্রাঘাত করো এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন দাও। আর যদি কোনো বিবাহিত পুরুষ কোনো বিবাহিত নারীর সাথে ব্যাভিচার করে তবে প্রথমে তাদেরকে একশত বেত্রাঘাত করবে। এরপর রজম করবে (অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করবে)। **-মুসলিম,** অধ্যায় ঃ ৩০, কিতাবুল হুদূদ, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, ব্যাভিচারের শাস্তি, হাদিস # ১২/১৬৯০।

এই হাদিসটি কুরআনের আয়াতের বিরোধী হওয়ায় হাদিসটি বাতিল। এতে আরো বুঝা গেল যে, সহীহ্ সনদেও নাবীর নামে মিথ্যা কথা আসে। তাই, এই কথা স্বীকার করা ছাড়া কোনো পথ নেই যে, হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী নয়। যদি তা আল্লাহ্'র ওয়াহী হতো তাহলে কখনই তা কুরআনের বিপরীত হতো না।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি চরমভাবে আপত্তিকর। কারণ, প্রশ্নকারীর উল্লেখিত সূরা নূরের ২৪/২ নং আয়াতটিতে ব্যাভিচারী কথাটি আমভাবে ব্যবহার হয়নি। **যদি আয়াতটিকে আমভাবে ধরা হয় তাহলে আয়াতটির বুঝ হবে এরকম যে, ব্যাভিচারীনি ও ব্যাভিচারী বিবাহিত হতে পারে আবার অবিবাহিতও হতে পারে। ঠিক তেমনি ব্যাভিচারীনি ও ব্যাভিচারী দাস ও দাসী হতে পারে আবার দাস ও দাসী নাও হতে পারে।** অর্থাৎ আয়াতটিকে আমভাবে বুঝলে এভাবেই ব্যাখ্যা আসবে। আর এভাবে ব্যাখ্যা নিলে নিম্নোক্ত আয়াতটি বিরুদ্ধে যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন,

... فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنٰتِ مِنَ الْعَذَابِ ...

"তখন যদি তারা (দাসী) ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীন নারীর

অর্ধেক।" -সূরা নিসা, ৪/২৫

এই আয়াতে আল্লাহ্ ব্যাভিচারীনি দাসীর শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক বলে আখ্যায়িত করছেন। এখন প্রশ্নকারীর উল্লেখিত সূরা নূরের ২৪/২নং আয়াতটিকে যদি আমভাবে ধরা হয়, তাহলেতো সূরা নিসার ৪/২৫ নং আয়াতটি বিরোধ হয়। কারণ, সূরা নূরের ২৪/২ নং আয়াতে আল্লাহ্ সকল ব্যাভিচারীনিকে একশত করে বেত্রাঘাত করতে বলেছেন। আর সকল ব্যাভিচারীনিদের মধ্যে দাসীও অন্তর্ভূক্ত। আর সূরা নিসার ৪/২৫নং আয়াতে বলছেন যে, দাসীর শাস্তি স্বাধীন নারীর অর্ধেক। অর্থাৎ পঞ্চাশ বেত্রাঘাত। **এই দু'টি আয়াতের বিরোধ মিমাংসা করতে হলে সূরা নুরের ২৪/২নং আয়াতটিকে আমভাবে ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ আয়াতটিতে ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারীনি বলতে "সকল প্রকারের ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারীনি বুঝ নেয়া যাবে না।" অর্থাৎ সূরা নূরের, ২৪/২নং আয়াতে ব্যাভিচারীনি বলতে দাসী উদ্দেশ্য নয়। তাহলেই দু'টি আয়াতের বিরোধ মিমাংসা সম্ভব হবে।**

অতএব, সূরা নুরের ২৪/২নং আয়াতটি যেহেতু আমভাবে ব্যবহার হয়নি। তাই, বুঝে নিতে হবে যে, ব্যাভিচারী ও ব্যাভিচারিনী বলতে বিবাহিতরা উদ্দেশ্য নয়। এভাবে বুঝ নিলে রজমের হাদিসটিও বিরুদ্ধে যায় না বরং আয়াত এবং হাদিস সমন্বয় হয়।

প্রশ্ন (০৮) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ...

"তোমরা রাত্রি আগমণের পূর্ব পর্যন্ত সিয়াম পালন করো।" -সূরা বাক্বারাহ্, ২/১৮৭

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, রাত্রির আগমণ পর্যন্ত সিয়াম পালন করতে। আর রাত্রিতো হয় অন্ধকার হলে। অথচ হাদিসে অন্ধকার হওয়ার আগেই সূর্য ডোবার পূর্ব পর্যন্ত সিয়াম পালন করতে বলেছে। হাদিসটি লক্ষ্য করুন-

"ওমার ইবনে খাত্তাব ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

اِذَا اَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَاَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتْ شَمْسُ فَقَدْ اَفْطَرَ الصَّائِمُ...

"যখন রাত সেদিক হতে ঘনিয়ে আসে ও দিন এদিক হতে চলে যায় এবং সূর্য ডুবে যায়। তখন সিয়াম পালনকারী ইফতার করবে (অর্থাৎ সিয়াম ভঙ্গ করবে)।" **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৩০, কিতাবুস সিয়াম, অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩, সায়িমের জন্য কখন ইফতার করা বৈধ, হাদিস # ১৯৫৪।

অর্থাৎ হাদিসটি কুরআনের বিপক্ষে যাওয়ার কারণে বাতিল। এটা দ্বারা আবারও প্রমাণ হলো হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী নয়।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটিও চরমভাবে ভুল হয়েছে। কারণ, অন্ধকার হওয়ার আগে রাত হয় না একথাটি ভিত্তিহীন। আরবরা কখন থেকে রাত হিসেব করে তা আগে আপনার জানার দরকার ছিল। এ সম্পর্কে আরবী টু আরবী ডিকশনারী মু'জামুল ওয়াসীতে রাত বলা হয়েছে, هُوَ مِنْ مَّغْرِبِ الشَّمْسِ اِلٰى طُلُوْعِهَا

অর্থ ঃ সূর্য ডুবার পর থেকে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে।" এ সম্পর্কে কুরআনও একই কথা বলেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشَا هَا.

"শপথ রাতের যখন তাকে (সূর্য) ঢেকে ফেলে।" -সূরা শামস্‌, ৯১/৪

এই আয়াতটি সুস্পভাবে বলছে যে, সূর্য ডুবলেই রাত। তাহলে বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী রাত্রি আগমণের পূর্ব পর্যন্তই সিয়াম পালন করতে বলেছেন। যেহেতু সূর্য ডুবলেই রাত হয়, তাই তিনি ﷺ সূর্য ডোবার সাথে-সাথেই সিয়াম ভঙ্গ করতে বলেছেন। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে হাদিসটি কোনভাবেই কুরআনের বিপরীতে যায়নি।

প্রশ্ন (০৯) ঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ) তিনি বলেন, ওমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর মিম্বারের উপরে বসা অবস্থায় বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةُ الرَّجْمِ قَرَاْنَاهَا وَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا...

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা মুহাম্মাদ ﷺ কে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বিষয়ের মধ্যে রজমের আয়াত ছিল। তা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি..."

-মুসলিম, অধ্যায় ঃ ৩০, কিতাবুল হুদুদ, অনুচ্ছেদ ঃ ৪, ব্যাভিচারের জন্য বিবাহিতকে রজম করা, হাদিস # ১৫/১৬৯১

এই হাদিসটি বলছে যে, আল্লাহ্'র কিতাবে রজমের আয়াত ছিল। তাহলে রজমের আয়াতটি গেল কোথায়? এই হাদিসটি মেনে নিলে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আল্লাহ কুরআনের বাণী সংরক্ষণ করার কথা বললেও তিনি তা করেননি (নাউজুবিল্লাহ)। সুতরাং, প্রমাণিত হলো যে, হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী নয়।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি মোটেই সঠিক নয়। এই হাদিসটি বুঝতে হলে, নিম্নোক্ত আয়াতটি লক্ষ্য করুন। মহান আল্লাহ্ বলেন,

مَانَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا...

"আমি যদি কোনো আয়াত রহিত করি, তাহলে তার থেকে উত্তম বিধান আনি অথবা তার মতই বিধান নিয়ে আসি।" -সূরা বাক্বারাহ্, ২/১০৬

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, আল্লাহ্ যদি কোনো আয়াত রহিত করেন তাহলে

তার থেকে উত্তম বিধান নিয়ে আসেন অথবা তারই মতো বিধান নিয়ে আসেন। **এখন বুঝার বিষয় হচ্ছে যে, তার থেকে উত্তম বিধান আল্লাহ্ আনতে পারেন। কিন্তু তারই মতো কিভাবে আনেন ? ব্যাপারটা কি এরকম যে, একবার আল্লাহ্ বললেন, তোমাদের জন্য মদ হারাম করা হয়েছে। একথাটিকে রহিত করে দিয়ে আবার আল্লাহ্ বললেন তোমাদের জন্য মদ হারাম করা হয়েছে। নিশ্চয়ই ব্যাপারটি এরকম নয়।**

মূলতঃ বিষয়টি হচ্ছে রহিত হয় দুইভাবে **(ক) আয়াতটি কুরআনে থেকে যাবে কিন্তু তার আ'মাল থাকবে না**। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন,

وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا...

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে স্বাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা স্বাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদের গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোন নির্দেশ না করেন।" -সূরা নিসা, ৪/১৫

এই আয়াতটি রহিত হয়েছে। সুরা নূরের, ২৪/২নং আয়াত দ্বারা। আয়াতটি হচ্ছে-

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...

"ব্যাভিচারী নারী ও ব্যাভিচারী পুরুষ এদের উভয়কে একশত করে বেত্রাঘাত করো।" -সূরা নূর, ২৪/২

অর্থাৎ (ক) রহিতকরণের আয়াতটি থেকে যায় কিন্তু তার উপর আ'মাল হয় না। **(খ) আরেক প্রকারের রহিত হচ্ছে- আয়াতটি কুরআন থেকে উঠিয়ে দেয়া হবে কিন্তু তার আ'মালটি হাদিসে থেকে যাবে। এই কারণেই ওমার ইবনু খাত্তাব বলেছিলেন যে, রজমের আয়াতটি কুরআনে ছিল। মূলতঃ রজমের আয়াতটি কুরআনে ছিল কিন্তু তা রহিত করে তারই মতো বিধান হাদিসে আল্লাহ্ নিয়ে এসেছেন**। যদি বলা হয় এই ব্যাখ্যা আমরা মানিনা, তাহলে তার উত্তরে বলা হবে যে, আল্লাহ্ যে, কুরআনে বলেছেন, কোনো আয়াতকে রহিত করলে তারই মতো আরেকটি বিধান নিয়ে আসবেন। এই **তারই মতো বিধান** নিয়ে আসার ব্যাখ্যা আপনারা কিভাবে দিবেন ? কুরআনে কী এমন কোনো আয়াত রয়েছে যে, আল্লাহ্ কোনো আয়াতকে রহিত করে ঐ আয়াতের মতই অন্য আরেকটি আয়াত এনেছেন ? ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আপনার এই ধরণের একটি আয়াতও দেখাতে পারবেন না "ইনশা-আল্লাহ্"। অতএব, আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করেছি, এটিই সঠিক ব্যাখা। কারণ আমরা যে ব্যাখ্যাটি দিয়েছি তা কুরআনের আয়াতের বিরোধ নয় বরং সমন্বয় হয়েছে। আর আপনাদের ব্যাখ্যাটি কুরআনের বিরোধী হয়েছে।

প্রশ্ন (১০) ঃ আব্দুর রহমান ইবনুল আখনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত...

اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنِّىْ سَمِعْتُهٗ وَهُوَ يَقُوْلُ عَشَرَةٌ فِى الْجَنَّةِ...

আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ দশ ব্যক্তি জান্নাতী..." -আবু দাউদ, সহীহ অধ্যায় ঃ ৩০, সুন্নাহ্, অনুচ্ছেদ ঃ ৯, খলিফাহ্গণ সম্পর্কে, হাদিস # ৪৬৪৯।

এই হাদিসটি বলছে যে, উল্লেখিত দশ জন সাহাবীবৃন্দ জান্নাতে যাবেন। অথচ কুরআন মাজীদ ভিন্ন কথা বলে। মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَمَاۤ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ...

"আমি জানিনা আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে।" -সূরা আহক্বফ, ৪৬/৯

এই আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের সম্পর্কে এবং তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেন, মৃত্যুর পরে আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে তা আমি জানি না। অথচ হাদিসটিতে দশ জন সাহাবীদেরকে জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যা কি'না কুরআন মাজীদের সূরা আহক্বফ, ৪৬/৯ নং আয়াতের বিরোধী। অতএব, এ থেকেই বুঝা যায় যে, সহীহ্ সনদে বর্ণিত হাদিস মাওযু (জাল) হয়। এই আয়াত এবং হাদিসটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী নয়। যদি হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী হতো তাহলে তা কুরআন বিরোধী হতো না।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি চরমভাবে বিভ্রান্তিকর। কারণ, মহান আল্লাহ্ বলেন,

لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَخَّرَ...

"আমি তোমার সামনের এবং পিছনের সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছি।" -সূরা ফাতাহ্, ৪৮/২

এই আয়াতটি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ্ মুহাম্মাদ ﷺ এর সকল গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। যে কারণে, মুহাম্মাদ ﷺ নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন যে, আখিরাতে তাঁর ﷺ এর কোনো চিন্তা নেই। এই কারণেই তিনি ﷺ অন্যদের সম্পর্কে বলতে পেরেছেন যে, কে কে জান্নাতে যাবেন। এই সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

"যাঁরা প্রথম সাঁরির মুহাজির এবং আনসার এবং যারা তাদের খাঁটিভাবে অনুসরণ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্'র প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তাদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহা সফলতা।" -সূরা তাওবাহ, ৯/১০০

এই আয়াতটি প্রমাণ করছে যে, যারা প্রথম সাঁরির মুহাজির এবং আনসার তারাতো জান্নাতে যাবেই বরং তাদেরকে যারা খাঁটিভাবে মেনে চলবে তারাও জান্নাতে যাবে। তাহলে উল্লেখিত হাদিসটিতে যে দশ জান সাহাবীকে জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তারা প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণির মুহাজির এবং আনসার। অতএব, এই আয়াতটি দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদিসে যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তা কখনই কুরআন বিরোধী হয়নি।

এখন জানা প্রয়োজন, যেহেতু সূরা ফাতাহ্ এর ২নং আয়াতে বলা হয়েছে মুহাম্মাদ ﷺ এর সকল গুনাহকেই মাফ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ﷺ নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন যে, আখিরাতে তার কোনো চিন্তা নেই। তাহলে সূরা আহক্বফের ৯নং আয়াতে তিনি ﷺ কেন বলেছেন, তিনি জানেন না আখিরাতে তাঁর ﷺ এর সাথে কেমন আচরণ করা হবে।

এই দু'টি আয়াতের চমৎকার সমাধান রয়েছে। তা হলো সূরা আহক্বফের ৯নং আয়াতটি মাক্কাহ্'য় অবতীর্ণ হয়েছে। আর সূরা ফাতাহ্ এর ২নং আয়াতটি মাদীনাহ'য় অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ সূরা আহক্বফের ৯নং আয়াতটি রহিত হয়েছে সূরা ফাতাহ্ এর ২নং আয়াত দ্বারা। এইভাবে বুঝ নিলে দু'টি আয়াতের মাঝে কোনোই বিরোধ থাকে না।

প্রশ্ন (১১) ঃ মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ...

"যখন তোমরা সলাতের ইচ্ছা কর তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। এবং তোমাদের মাথা ও দুই পা টাখনু পর্যন্ত মাসাহ্ কর।" -সূরা মায়েদাহ্, ৫/৬

এই আয়াতে আল্লাহ্ আমাদেরকে পা মাসাহ্ করতে বলেছেন। অথচ আমরা হাদিসের উপর আ'মাল করে পা'কে ধৌত করি। যা কি'না কুরআন বিরোধী। আর এই কুরআন বিরোধী আ'মালকে টিকিয়ে রাখার জন্য দুই পা'কে মাসাহ্ করার সঠিক অনুবাদ বাদ দিয়ে ধৌত করার অনুবাদ করা হয়েছে। এই ধরণের চালবাজী করে হাদিসকে টিকিয়ে রাখার কোনো যৌক্তিকতাই নাই।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি খুবই বিভ্রান্তিকর। কারণ, সূরা মায়েদাহ্'র ৬নং আয়াতটিতে পা'কে মাসাহ্ করার কথা বলা হয়নি। বরং ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়টি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। যদি পা'কে মাসাহ্ করার অর্থ করতে হয়, তাহলে

"اَرْجُلِكُمْ আরজুলিকুম" শব্দটিকে মাজরুর করতে হবে (যের দিয়ে পড়তে হবে) তাহলেই "وَامْسَحُوا ওয়ামসাহু'র" সাথে আত্‌ফ হবে অর্থাৎ তখন হবে যে, "وَامْسَحُوا بِاَرْجُلِكُمْ ওয়ামসাহু বি-আরজুলিকুম"। যেহেতু আমরা "اَرْجُلِكُمْ আরজুলিকুম" শব্দটি মাজরুর হিসেবে (যের) দিয়ে পাঠ করিনা বরং "اَرْجُلَكُمْ আরজুলাকুম" নাসব (যবর) দিয়ে পাঠ করি। আর নাসব (যবর) দিয়ে পাঠ করলে "فَغْسِلُوْا ফাগসিলু'র" সাথে আত্‌ফ হয় অর্থাৎ "فَغْسِلُوْا اَرْجُلَكُمْ ফাগসিলু আরজুলাকুম"। আর তখনই অর্থ হয়ে যায় পা'কে ধৌত করা। অতএব, এই আয়াতটি কোনোভাবেই পা'কে মাসাহ্‌ করার কথা বলা হয়নি। বরং পা'কে ধৌত করা কথা বলা হয়েছে। তাহলে বুঝা গেল যে, উল্লেখিত আয়াতটি কখনই হাদিসের বিরুদ্ধে যায়নি বরং যারা এই আয়াতকে উল্লেখ করে পা মাসাহ্‌ করার কথা বলে তারা মূলতঃ আরবী ব্যাকরণে অজ্ঞ।

প্রশ্ন (১২) ঃ মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَكِتَابِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِه وَكِتَابِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ...

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং এই রসুলের প্রতি যা নাযিল করেছেন এবং তাঁর পূর্বে যা নাযিল করেছেন তাঁর প্রতি ঈমান আনো।" -সূরা নিসা, ৪/১৩৬

এই আয়াতটি বলছে যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি যা নাযিল করেছেন এবং তাঁর পূর্বের নাবীদের কাছে যা নাযিল করেছেন তাঁর প্রতি ঈমান আনতে। আর মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে কুরআন। বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌ ইত্যাদি নাযিল হয়নি। তাই এই সমস্ত গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনা যাবে না।

উত্তর ঃ এই কথাটি চরম ভ্রষ্টতা। কারণ, মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন,

...وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...

"আমি তোমরা উপর নাযিল করেছি কিতাব এবং হিকমাহ্‌ " -সূরা নিসা, ৪/১১৩

যেহেতু আল্লাহ্‌ কিতাব এবং হিকমাহ্‌ দু'টি ওয়াহী নাযিল করেছেন, তাই বুঝে নিতে হবে যে, কুরআনের বাহিরে হিকমাহ্‌ ওয়াহীটি কোথায় হয়েছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌ ইত্যাদি গ্রন্থের মধ্যেই এই হিকমাহ্‌ ওয়াহীটি পাওয়া যায়। যদি এই ব্যাখ্যা মানা না হয় তাহলে কি আপনারা দেখাতে পারবেন এই হিকমাহ্‌ ওয়াহীটি কোথায় রয়েছে? ক্বিয়ামাত পর্যন্ত আপনারা এর ব্যাখ্যা নিয়ে আসতে পারবেন না ইনশা-আল্লাহ্‌। **এখন যদি বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌ ইত্যাদি**

গ্রন্থগুলোর প্রতি ঈমান না আনা হয় তাহলেতো সূরা নিসা'র, ৪/১১৩ নং আয়াতটি অস্বীকার করা হবে। তাই কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবি করলে অবশ্যই বুখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌ ইত্যাদি এসকল গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনতে হবে।

প্রশ্ন (১৩) ঃ মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ...

"তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্‌ নেই, তিনি চির অনাদী এক স্বত্ত্বা।" -সূরা বাক্বারাহ্‌, ২/২৫৫

এই আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন যে, তিনি চিরঞ্জীব কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ চিরঞ্জীব নয়। বরং তিনি মৃত। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ

"নিশ্চয়ই তুমি মারা যাবে এবং তারাও মারা যাবে।" -সূরা যুমার, ৩৯/৩০

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় রসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মারা গিয়েছেন। তাই বুঝে নিতে হবে যে, যারা মারা যায় তাদের কথামতো চলার কোনো সুযোগ নেই। বরং যারা জীবিত তাদের কথাই মেনে চলতে হবে। আল্লাহ্‌ যেহেতু চিরঞ্জীব তাই আল্লাহ্‌'র কথাই মেনে চলতে হবে। অতএব, আল্লাহ্‌'র কথা অর্থাৎ কুরআন-ই একমাত্র আমাদের কাছে অনুসরণীয়, হাদিস নয়।

উত্তর ঃ এই জাহেলরা যদি কুরআনও ঠিকমতো পড়তো তাহলে তাদের প্রশ্নের উত্তর তারা নিজেরাই পেয়ে যেতো। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌ বলেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ...

"ইবরাহীম ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।" -সূরা মুমতাহিনা, ৬০/৪

আয়াতটি বলছে যে, ইবরাহীম عليه السلام এবং তাঁর সাথীদের মাঝে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। **এই আয়াতটি যখন নাযিল হচ্ছিল তখন কি ইবরাহীম** عليه السلام **এবং তাঁর সাহাবীগণ জীবিত ছিলেন ? নিশ্চয়ই না। তাহলে আল্লাহ্‌'ই তো বলেছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের অনুসরণ করতে।** এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেন,

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا...

"অতপর, তোমার প্রতি ওয়াহী করছি যে, তুমি একনিষ্ঠভাবে ইবরহীমের মতাদর্শ মেনে চলো..." -সূরা নাহল, ১৬/১২৩

আয়াতটি বলছে যে, মুহাম্মাদ ﷺ যেন ইবরাহীম عليه السلام এর মতাদর্শ মেনে চলেন। **আল্লাহ্ মুহাম্মাদ ﷺ কে যখন এই হুকুমটি দিয়েছিলেন তখন কি ইবরাহীম عليه السلام জীবিত ছিলেন ? নিশ্চয়ই না। তাহলে আল্লাহ্'ই তো বলেছেন মৃত ব্যক্তিদের অনুসরণ করতে। এখন আপনারা বলুনতো মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করা যায় না এই কথাটি কুরআনে কোথায় পেলেন ? এই ধরণের কোনো আয়াত আপনারা ক্বিয়ামাত পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবেন না ইনশাআল্লাহ্।**

প্রশ্ন (১৪) ঃ আল্লাহ্ বলেন,

...وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا.

"...তুমি আল্লাহ্'র নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না" -সূরা ফাতাহ্, ৪৮/২৩

এই আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন যে, আল্লাহ্'র নিয়মে কোন পরিবর্তন হয় না। অথচ হাদিসে দেখা যায়, আল্লাহ্'র নিয়মে পরিবর্তন হয়েছে। হাদিসটি লক্ষ্য করুন, ...ইবনু হাযম ও আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَالِكَ حَتّٰى مَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ فَرجِعْ رَبِّكَ فَاِنَّ أُمَّتَكَ لَاتُطِيْقُ ذَالِكَ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا...

"নাবী ﷺ বলেছেন অতঃপর, আল্লাহ্ আমার উম্মাতের উপর ৫০ ওয়াক্ত সলাত ফারজ্ করে দেন। অতঃপর তা নিয়ে আমি ফিরে আসি। অবশেষে যখন মুসা عليه السلام এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করি তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার উম্মাতের উপর কি ফারজ্ করেছেন? আমি বললাম ৫০ ওয়াক্ত সলাত ফারজ্ করেছেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার রবের নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ্ তায়ালা কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন..." **-বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৮, কিতাবুস্ সলাত, অনুচ্ছেদ ঃ ১, মি'রাজে কিভাবে সলাত ফারজ্ হলো, হাদিস # ৩৪৯।

এই হাদিসটি কুরআনের আয়াতের বিরোধী। এ থেকেই বুঝা যায়, হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী নয়। যদি হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী হত তাহলে কুরআনের বিরোধ হত না।

উত্তর ঃ এই ব্যাখ্যাটি মারাত্মক বিভ্রান্তিকর। কারণ আয়াতে আল্লাহ্ سُنَّةٌ সুন্নাহ্ শব্দটি উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ নিয়ম। যদি আল্লাহ্ سُنَّةٌ সুন্নাহ্'র পরিবর্তে اٰيَاةٌ আয়াত অর্থাৎ বিধান শব্দটি উল্লেখ করতেন তাহলে শুধু হাদিসটিই কুরআনের বিরোধী হতো না, বরং অন্যান্য اٰيَاةٌ আয়াতেরও বিরোধী হতো। মূলতঃ আল্লাহ্'র سُنَّةٌ সুন্নাহ্'র অর্থাৎ নিয়মের পরিবর্তন হয় না কিন্তু اٰيَاةٌ আয়াতের অর্থাৎ বিধানের পরিবর্তন হয়। যেমন, মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالّٰتِي يَأْتِيْنَ الْفٰحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا...

তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে স্বাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা স্বাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদের গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ্ তাদের জন্য অন্য কোনা নির্দেশ না প্রদান করেন।" -সূরা নিসা, ৪/১৫

এই আয়াতটি রহিত হয়েছে সুরা নূরের, ২৪/২নং আয়াত দ্বারা। আয়াতটি হচ্ছে-

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ...

"ব্যাভিচারী নারী ও ব্যাভিচারী পুরুষ এদের উভয়কে একশত করে বেত্রাঘাত করো।" -সূরা নূর, ২৪/২

তাহলে এই দু'টি আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ اٰيَاةٌ আয়াতের অর্থাৎ বিধানের পরিবর্তন করেন।

তাহলে হাদিসে রসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্'র কাছে ফিরে যাওয়ার পরে ৫০ ওয়াক্ত সলাত থেকে কিছু কমানোর কারণে তা কুরআনের বিরোধী হবে কেন? আল্লাহ্'ইতো কখনও-কখনও তার বিধান পরিবর্তন করেছেন। **অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্'র নিয়মই হচ্ছে কখনও-কখনও اٰيَاةٌ আয়াতের অর্থাৎ বিধানের পরিবর্তন করা, আর اٰيَاةٌ আয়াত অর্থাৎ বিধান পরিবর্তন করার এই سُنَّةٌ সুন্নাহ্'র অর্থাৎ নিয়মের পরিবর্তন কখনও পাবেন না।** অতএব, হাদিসটি কোনভাবেই কুরআনের বিরোধী হয়নি।

প্রশ্ন (১৫) ঃ আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اِسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ ﷺ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا...

"আমরা রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট (হাদিস) লিপিবদ্ধ করার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু তিনি আমাদের তা অনুমতি দেননি।" **-তিরমিযী,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ২০, কিতাবুল ইলম্, অনুচ্ছেদ ঃ ১১, হাদিস লিপিবদ্ধ করা নিষেধ, হাদিস # ২৬৬৫।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদিস লিখতে নিষেধ করেছেন। অতএব, বুঝে নিতে হবে যে, কুরআন-ই একমাত্র ওয়াহী, কিন্তু হাদিস ওয়াহী নয়। যদি হাদিস ওয়াহী হতো তাহলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ অবশ্যই হাদিস লিখতে বলতেন।

উত্তর ঃ আপনারাতো হাদিস বিশ্বাস করেন না। তাহলে এখন কেনো হাদিস উদ্বৃতি দিচ্ছেন। এটাতো দু'মুখো নীতি। সে যাই হোক, **মূলতঃ এই হাদিসটি রসূলুল্লাহ্ ﷺ ইসলামের প্রথম যুগে বলেছিলেন কিন্তু তিনি ﷺ তা (হাদিস) পরে লিখতে অনুমতি দিয়েছিলেন।** আবু হুরাইরাহ (রা.) বলেন,

اَحَدٌ اَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْهُ مِنِّيْ اِلَّا مَاكَانَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍو فَاِنَّهٗ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا اَكْتُبُ.

নাবী ﷺএর সাহাবীগণের মাঝে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (رضي الله عنه) ব্যাতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদিস নেই। কারণ, তিনি হাদিস লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।" -**বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৩, কিতাবুল ইলম্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯, ইলম্ লিপিবদ্ধ করা, হাদিস # ১১৩, **তিরমিযী,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ৩৯, কিতাবুল ইলম্, অনুচ্ছেদ ঃ ১২, হাদিস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রসঙ্গে, হাদিস # ২৬৬৭, ২৬৬৮। **এছাড়াও অন্যান্য সাহাবীগণও (রা.) হাদিস লিখে রাখতেন। এ সম্পর্কিত হাদিসগুলো দেখন- বুখারী,** অধ্যায় ঃ ৩, কিতাবুল ইলম্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯, ইলম্ লিপিবদ্ধ করা, হাদিস # ১১১, **আবু দাউদ,** সহীহ্, অধ্যায় ঃ ২০, কিতাবুল ইলম্, অনুচ্ছেদ ঃ ৩, জ্ঞানের কথা লিখে রাখা, হাদিস # ৩৬৪৬, ৩৬৪৯।

অতএব, রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর যুগ থেকেই হাদিস লিপিবদ্ধ হয়ে আসছে। তাই, বুঝতে হবে যে, হাদিসও আল্লাহ্'র ওয়াহী। যদি হাদিস ওয়াহী না হতো তাহলে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবীগণ কখনও হাদিস লিখে রাখতেন না।

যে সকল আয়াত হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব

অসম্ভব # ১ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ...

"তোমরা সলাত ক্বায়েম করো।" -সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩/২০

এই আয়াতটি বলছে যে, আমাদেরকে সলাত কায়েম করতে হবে। এখন এই সলাত আদায়ের নিয়ম কুরআনে পাওয়া যাবে না। বরং হাদিস থেকে পাওয়া যাবে। তাই বুঝতে হবে যে, এই আয়াতটি হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ২ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ...

"এবং যাকাত আদায় করো।" -সূরা মুয্‌যাম্মিল, ৭৩/২০

এই আয়াতটি বলছে যে, আমাদেরকে যাকাত আদায় করতে হবে। এখন যাকাত আদায় করার নিয়মটি কুরআনে পাওয়া যাবে না। বরং হাদিসে পাওয়া যাবে। তাই বুঝতে হবে যে, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৩ ঃ মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ لا رَّضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ .

"যাঁরা প্রথম সাঁরির মুহাজির ও আনসার এবং যাঁরা তাঁদেরকে খাঁটিভাবে অনুসরণ

করবে আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি খুশি হবেন এবং তাঁরাও আল্লাহ্'র প্রতি খুশি হবেন। তাঁদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। আর তাঁরা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে।" -সূরা তাওবাহ্, ৯/১০০

এই আয়াতটি বলছে যে, যদি আমরা প্রথম সাঁরির মুহাজির ও আনসারদের খাঁটিভাবে অনুসরণ করতে পারি তাহলে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাত দিবেন। এখন এই মুহাজির ও আনসারদের খাঁটিভাবে অনুসরণ করতে হলে তাঁদের ইতিহাসও জানতে হবে। তা না হলে আমরা তাঁদেরকে কিভাবে অনুসরণ করবো ? আর এই মুহাজির ও আনসারদের ইতিহাস কুরআনে কোথাও খোঁজে পাওয়া যাবে না ইনশাআল্লাহ্। মূলতঃ তাঁদের ইতিহাসগুলি হাদিসে পাওয়া যাবে। তাই বুঝে নিতে হবে যে, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৪ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ...

"তোমাকে জিজ্ঞেস করে হারাম মাসগুলোতে যুদ্ধ করার ব্যপারে। তুমি তাদেরকে বলো, এই হারাম মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়।" -সূরা বাক্বারাহ্, ২/২১৭

এই আয়াতটি বলছে যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়। এখন আমাদেরকে এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে হলে জানতে হবে যে, কোন-কোন মাসসমূহ হারাম। কুরআনে কোথাও এই হারাম মাসসমূহের নাম উল্লেখ করা হয়নি। শুধুবলা হয়েছে যে, চারটি মাস হারাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ...

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্'র বিধানে ও গণনায় মাস বারোটি আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকেই। এই মাসসমূহের মাঝে চারটি মাস হারাম।" -সূরা তাওবাহ্. ৯/৩৬

কিন্তু এই আয়াতে বলা হয়নি কোন চারটি মাস হারাম। মূলতঃ এই চারটি হারাম মাসের নাম হাদিস থেকেই জানা সম্ভব। তাই বুঝে নিতে হবে যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করার মতো অন্যায় কাজ থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হলে হাদিস থেকে জানতে হবে যে, কোন চারটি মাস হারাম। অতএব, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৫ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ...

"যখন তোমরা যমীনে সফরে থাক তখন সলাত ক্বসর (কম) করাতে কোন দোষ নেই।" -সূরা নিসা, ৪/১০১

এই আয়াতটি বলছে যে, যখন আমরা সফরে থাকবো তখন সলাত কম আদায় করতে পারবো। কিন্তু এই সলাত কম আদায় করার পরিমাণ কতটুকু তা কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। বরং সফরে থাকাবস্থায় সলাত কম আদায় করার পরিমাণটি হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৬ ঃ মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ...

"হাজ্ব হয় নির্দিষ্ট মাস সমূহে।" -সূরা বাক্বারাহ্, ২/১৯৭

এই আয়াতটি বলছে যে, এই ফরজ হাজ্বটি পালিত হয় নির্দিষ্ট মাসসমূহে কিন্তু এই নির্দিষ্ট মাসগুলি কোন- কোন মাস তা কুরআনে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বরং এই মাসসমূহের নাম হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৭ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ...

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে ..." -সূরা আহযাব, ৩৩/২১

এই আয়াতটি বলছে যে, রসূলের মাঝে অর্থাৎ তার সমগ্র জীবনীতেই আমাদের জন্য আদর্শ রয়েছে অর্থাৎ তাঁর জীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ এর সমগ্র জীবনের ইতিহাস কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। বরং হাদিসে তাঁর ﷺ সমগ্র জীবনের ইতিহাস রয়েছে। অতএব বুঝা গেল এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৮ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

"হে মু'মিনগন, তোমরা নাবীর প্রতি সলাত (দুরুদ) এবং সালাম পাঠাও।" -সূরা আহযাব, ৩৩/৫৬

এই আয়াতটি বলছে যে, আমরা যেন নাবীর প্রতি সলাত (দুরুদ) এবং সালাম পাঠাই। কিন্তু নাবীর প্রতি সলাত (দুরুদ) পাঠানোর নিয়ম কি তা কুরআনের

কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বরং, সলাত (দুরুদ) পাঠানোর নিয়মটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ৯ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ...

"...তোমরা খাও এবং পান করতে থাক, যে পর্যন্ত না তোমাদের জন্য কাল সুতা হতে ফাজরের সাদা সুতা প্রকাশ না পায়...।" -সূরা বাকারা- ২/১৮৭

এই আয়াতটি মূলতঃ কোন সময় থেকে সওম (রোজা) শুরু করতে হবে, তা বলছে। এখন এই কাল সুতা এবং ফাজরের সাদা সুতা বলতে আল্লাহ কোন সময়কে বুঝাচ্ছেন, তা কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়। এই আয়াতটি বুঝতে হলে হাদিস থেকে বুঝতে হবে যে, কাল সুতা ফাজরের সাদা সুতা বলতে আল্লাহ কোন সময়কে বুঝিয়েছেন। অতএব বুঝা গেল এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

অসম্ভব # ১০ ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا...

"তোমরা আল্লাহর রুজ্জুকে আঁকড়ে ধর ...।" -সূরা আলি-ইমরান ৩/১০৩

এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, আমরা যেন তাঁর রুজ্জুকে আঁকড়ে ধরি। কিন্তু আল্লাহর রুজ্জু কি তা কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি, বরং হাদিসে আল্লাহর রুজ্জু কি তা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব বুঝা গেল যে, এই আয়াতটিও হাদিস ছাড়া পালন করা অসম্ভব।

তাহলে বুঝা গেল যে, হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী। হাদিস ছাড়া মুসলিমগণ কুরআনের সকল আয়াত পালন করতে সক্ষম নন।

হাদিস অস্বীকার করলে কুরআন আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে এসেছে তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়

মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا.

“যদি এই কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তবে তাতে (কুরআনে) অনেক মতবিরোধ থাকতো (এক আয়াত অন্য আয়াতের বিরোধী হত)।” -সূরা নিসা, ৪/৮২

আয়াতটি বলছে যে, যদি কুরআন আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত, তাহলে কুরআনে অনেক মতবিরোধ থাকত। এখন যদি কুরআনে মতবিরোধ পাওয়া যায় তাহলেই এই কুরআন আল্লাহ্'র কাছ থেকে আসেনি বলে প্রমাণিত হবে (নাউযুবিল্লাহ্)। কুরআনের এমন অনেক আয়াত রয়েছে, যা কি'না অন্য আয়াতের বিরোধী মনে হবে। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে হাদিসের প্রয়োজন হবে। **ইনশা-আল্লাহ্ আমরা চ্যালেঞ্জ করছি হাদিস ছাড়া আয়াতগুলোর মতবিরোধ মিটানো কক্ষনও সম্ভব হবে না।** তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, হাদিস অস্বীকার করলে কুরআন আল্লাহ্'র কাছ থেকে আসেনি। যেমন,

চ্যালেঞ্জ # মহান আল্লাহ্ বলেন,

...وَمَاادْرِىْ مَايُفْعَلُ بِىْ وَلَابِكُمْ...

“আমি জানিনা আমার সাথে কিরূপ আচরণ করা হবে...” -সূরা আহক্বফ, ৪৬/৯

এই আয়াতটি বলছে যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ জানেন না তাঁর সাথে কেমন আচরণ করা হবে। অর্থাৎ আয়াতটি থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ করা হয়েছে। অথচ অন্য আয়াত বলছে যে,

لِيَغْفِرَ اللّٰهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَاَخَّر...

“আমি তোমার সামনের ও পেছনের সকল গুণাহ্ মাফ করে দিয়েছি” -সূরা ফাতাহ্, ৪৮/২

এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত। কারণ যাঁর সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যায় তাঁর জন্য জান্নাত সুনিশ্চিত। এখন বুঝের বিষয় হচ্ছে যে, সূরা আহ্ক্বফের ৪৬/৯নং আয়াতে রসূলুল্লাহ্ ﷺ কেন দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ? তাহলে -সূরা আহক্বফ, ৪৬/৯নং আয়াতে তিনি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ এবং -সূরা ফাতাহ্, ৪৮/২নং আয়াতে দুঃশ্চিন্তামুক্ত। এখন এই আয়াত দু'টির বাহ্যিক বিরোধ হাদিস ছাড়া মিটানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ হাদিস বাদ দিলে আয়াত দু'টি বিরোধপূর্ণ বিধায় কুরআন আল্লাহ্'র কাছ থেকে আসেনি (নাউযুবিল্লাহ্)।

সমাধান # সূরা আহ্ক্বফের ৪৬/৯নং আয়াতটি মাক্কাহ্'য় অবতীর্ণ হয়েছিল। আর সূরা ফাতাহ্, ৪৮/২নং আয়াতটি মাদীনাহ্'য় অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্

ﷺ ইসলামের প্রাথমিক যুগে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন, পরে রসূলুল্লাহ্ ﷺ এর এই দুঃশ্চিন্তাকে আল্লাহ্ তায়ালা রহিত করে গুনাহ্ মাফের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। এখন বুঝের বিষয় হচ্ছে যে, কোন আয়াত পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং কোন আয়াত পরে নাযিল হয়েছে, তা হাদিস ছাড়া জানা সম্ভব নয়। এখন যদি বলা হয় সূরা আহ্ক্বফ সূরা ফাতাহ্-এর পূর্বে কুরআনে লিপিবদ্ধ থাকায় বুঝা যায় সূরা আহ্ক্বফ পূর্বে নাযিল হয়েছে। এর উত্তরে বলা হবে যে, সূরা মায়েদাহ্'র ৩নং আয়াতের পরে যত বিধান রয়েছে তাতো নাযিল হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ সূরা মায়েদাহ্'র ৩নং আয়াতেই ইসলাম পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, আয়াতের লিপিবদ্ধ হওয়ার ধারাবাহিকতা থেকে এটা নির্ধারণ করা যায় না যে, কোন আয়াত কোন আয়াতের পূর্বে বা পরে নাযিল হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই ধরণের আরও আয়াত রয়েছে, কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে শুধু এই কারণে একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করলাম।

তাই হাদিসের গুরুত্ব অনেক বেশী। কুরআন যেমন আল্লাহ্'র ওয়াহী ঠিক তেমনিভাবে হাদিসও আল্লাহ্'র ওয়াহী যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বুঝ অনুযায়ী চলার তৌফিক দান করুন। -আমীন-

আহলুল কুরআনদের (হাদিস অস্বীকারকারী) সাথে আলোচনার পদ্ধতি

১। প্রথমেই শর্ত দিতে হবে যে, কেউই হাদিস উল্লেখ না করে শুধু কুরআন দ্বারা প্রমাণ করতে হবে হাদিস আল্লাহর ওয়াহী নাকি ওয়াহী নয়।

২। আমরা যে সিরিয়ালে কুরআন দ্বারা প্রমাণ করেছি হাদিস আল্লাহর ওয়াহী সেভাবেই প্রমাণ করবেন।

৩। তারা যদি আপনার উপস্থাপিত দালিলগুলো খণ্ডন করার চেষ্টা করে তাহলে আমরা যেভাবে তাদের সমস্ত দলিলগুলোর উত্তর দিয়েছি, সেভাবে উত্তর দিতে হবে।

৪। শেষ পরিস্থিতিতে দেখবেন যে, তারা শর্ত ভঙ্গ করে কুরআনের বিপক্ষে হাদিস পেশ করার চেষ্টা করবে। এবং তারা যে সমস্ত হাদিসগুলো কুরআনের বিপক্ষে আনার চেষ্টা করে, আমাদের জানামতে তার সবগুলোই দালিলভিত্তিক উত্তর দিয়েছি। আমরা যেভাবে উত্তর দিয়েছি ঠিক সেভাবেই উত্তর দিতে হবে।

৫। যে সকল আয়াত হাদিস ছাড়া পালন করা সম্ভব নয় তার কিছু আমরা উপস্থাপন করেছি। ঠিক এই দালিলগুলিই উপস্থাপন করে বুঝাতে চেষ্টা করবেন যে হাদিস ছাড়া কুরআনের সকল আয়াত আ'মাল করা সম্ভব নয়।

৬। আলোচনার শেষের অংশে আমরা যে কুরআনের আয়াত অন্য আয়াতের সাথে বিরোধ দেখা দেয় যা কিনা হাদিস ছাড়া সমাধান সম্ভব নয়, তা উপস্থাপন করে বুঝাতে চেষ্টা করবেন যে, হাদিস ছাড়া কুরআন মানা অসম্ভব।

বিঃ দ্রঃ আমরা যে নিয়মে আলোচনা করতে বলেছি দয়া করে এ নিয়মের বাহিরে গিয়ে আলোচনা করবেন না। কারণ আমরা তাদের সাথে আলোচনায় অভিজ্ঞ। তাই আল্লাহ্'র দয়ায় আমরা জানি তাদেরকে কিভাবে দালিলভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে সঠিক পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হয়। আমাদের পদ্ধতির বাইরে গিয়ে আলোচনা করলে হতে পারে আপনি তাদেরকে সঠিক রাস্তা বুঝাতে ব্যর্থ হবেন, উল্টো 'হাদিস যে আল্লাহর ওয়াহী' তাও তারা ভূল প্রমাণ করে দিতে পারে। তাই আবারো বলছি আমরা যে নিয়মে আলোচনা করতে বলেছি দয়া করে এ নিয়মের বাহিরে গিয়ে আলোচনা করবেন না।

উপসংহার

পরিশেষে কথা হচ্ছে এই যে, হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী, যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কুরআনই প্রমাণ করেছে হাদিস আল্লাহ্'র ওয়াহী। এখন যদি হাদিসকে আল্লাহ্'র ওয়াহী মেনে নেয়া না হয় তাহলে কুরআনকেই অস্বীকার করা হবে। আর যে কুরআনকে অস্বীকার করে সে অবশ্যই কাফির বলে বিবেচিত হবে অর্থাৎ হাদিস অস্বীকারকারী কাফির। কুরআনে এমন অনেক আয়াত রয়েছে যা কি'না হাদিস ছাড়া আ'মাল করা সম্ভব নয়। তাছাড়া হাদিসকে অস্বীকার করলে বাহ্যিকভাবে কুরআনের আয়াতে মাঝে যে বিরোধ রয়েছে তা মিটানো সম্ভব নয়। তাই হাদিসের মত গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ্'র ওয়াহীকে নির্দিধায় মেনে নেয়া উচিৎ।

আল্লাহ আমাদের সঠিক পথের উপর থাকার ও আ'মাল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

লেখকের প্রকাশিত বইসমূহ

- **আমাদের মাযহাব কি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ?**
- **কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম**
- **একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই সওম (রোজা) ও ঈদ পালন করতে হবে**
- **রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে যেভাবে ভালবাসতে হবে এবং তাঁকে ﷺ কটাক্ষকারীর বিধান**
- **সংশয়কারীদের সংশয় নিরসণ, আল্লাহ্ কোথায়?**
- **হাদিস কি আল্লাহ্'র ওয়াহী? কুরআন কি বলে...**

লেখকের পরবর্তী বইসমূহ

- **কুরআন সুন্নাহ্'র আলোকে দাজ্জালের পরিচয়**
- **জ্বীনের আসর, যাদুটোনা ও বদনজর থেকে বাঁচার উপায়**
- **শারী'আহ্ বুঝার মূলনীতি**
- **বিদ'আহ্ কি ও তার হুকুম**
- **সহীহ্ সনদের আলোকে বাতিল ফিরক্বাহ্'র পরিচয়**
- **কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে তাক্বদীর**
- **কুরআন ও সুন্নাহ্'র আলোকে তাওবাহ্'র বিধান**
- **কুরআন পড়ার ফযিলত**
- **রসূলুল্লাহ্ ﷺ কি নূরের তৈরী না'কি মাটির?**

- শারী'আহ্'র দৃষ্টিকোণ থেকে সম্মান না দিয়ে ছবি ও ভাস্কর্য তৈরী করা বা ঘরে রাখা জায়েয।
- রসূলুল্লাহ্ (দ.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বলে আমি ইউনুস ইবনে মাত্তার থেকে উত্তম সে অবশ্যই মিথ্যা বলেছে।"

-বুখারী তা.পা.হা. ৪৬০৪, ৪৮০৫, আ.প্র. হা. ৪২৪৩, ৪৪৪১, ই.ফা. হা. ৪২৪৬, ৪৪৪২)

কোন মুসলিম যদি প্রকাশিত বইগুলো কোন রকম সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া নিজ খরচে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য আগ্রহী হন তাহলে নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন-

০১৬৮০৩৪১১১০
০১৬৭৪৫১৯২৪৯
০১৬৮১৫৭৯৮৯৮